সফলতার রাজপথ

শায়খ আলী তানতাবী রাহ.

সূচি

একটি চিঠি

এ সপ্তাহের ডাকে আমার কাছে একটি চিঠি এসে পৌঁছেছে। পত্রটি লিখেছেন মধ্যবিত্ত এক চাকরিজীবী। লেখার প্রতিটি শব্দে রাগ-রাগ ভাব ছেপে আছে। তিনি কাল ও যুগের গালমন্দ করে পত্রটি লিখেছেন। কারণ, তিনি একজন মেধাবী, সত্য-সন্ধানী বিজ্ঞ আলেম (নিজ সম্পর্কে এমনটাই প্রকাশ করেন)। তার জ্ঞান-ভান্ডারের এক চতুর্থাংশ অর্জন না করেও ছেলে বেলার পড়ার সাথী বর্তমানে অর্থে সম্পদে, সম্মান-প্রতিপত্তিতে তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। তার মতোই একজন মানুষ খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব পালন করছে। তার কাছে আমার রিযিক আটকে আছে। এর চেয়ে বরং না খেয়ে মরে যাওয়াই যেনো ভালো।

স্বাধীনচেতা মনোভাব ও আত্মমর্যাদাবোধ

এ ধরনের একটা অবস্থা এক সময় আমারও হয়েছিল। সিরিয়ায় সেনাশাসনের সময় লাগাতার কয়েক বছর জুমার খুতবা পাঠ করেছিলাম। সিরিয়ার জামে মসজিদ থেকে খুতবাগুলো রেকর্ড করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছোনো হতো। একপর্যায়ে কিছু উত্তাল বক্তব্যের কারণে প্রশাসন আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আমার পদ ও ভাতা ডাউন করে দেওয়া হয়। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সন্ধ্যার সময় বসে-বসে আমি সময় কাটাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম। পদের বিলুপ্তি কিংবা ভাতা কমে যাওয়ার কারণে নয়। বরং রাগটা হয়েছিল– আমার স্বাধীনচেতা মনোভাব ও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে। আমার মতোই একজন মানুষ আমার উপর শাসনযন্ত্র পরিচালনা করবে এবং আমার কাজ ও রিযিক নিয়ন্ত্রণ করবে...! রাতের আঁধার আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমি চিন্তামগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। ভেতরে-ভেতরে ক্রোধের বিস্ফোরণ অনুভব করছিলাম। যেন এ্যাটম বার্স্ট হবে প্রায়। তখন রুমে রেডিও চলছিল। একজন কারী কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন।

তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন–

'পার্থিব জীবনে আমি তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি।'

উদ্গ্রীব হয়ে আমি আয়াতটির তেলাওয়াত শুনলাম, যেন ইতোপূর্বে আর কখনও শুনিনি...! আমার মনে হলো এইমাত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে...! জিবরিল আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের -এর হৃদয়ে অবতীর্ণ করলেন...! অনুভব করলাম, আয়াতটি আমার কলিজায় শান্ত শীতল আবেশ বয়ে আনছে। রাগ পড়ে গেল। দৃষ্টি থেকে পর্দা সরে গেল। বাস্তব চোখে তাকদীরের হাকীকত দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক...!

তুমিই যদি ফয়সালা করে থাক তকদীরের এবং বণ্টন করে থাক রিযিকের, তাহলে তোমার বণ্টিত রিযিকের প্রতি আমি সন্তুষ্ট...! তোমার নির্ধারিত তকদীরের উপর আমি খুশী...!
আপনি শুনেছেন? ভাইরা আপনারা শুনলেন তো...?

***
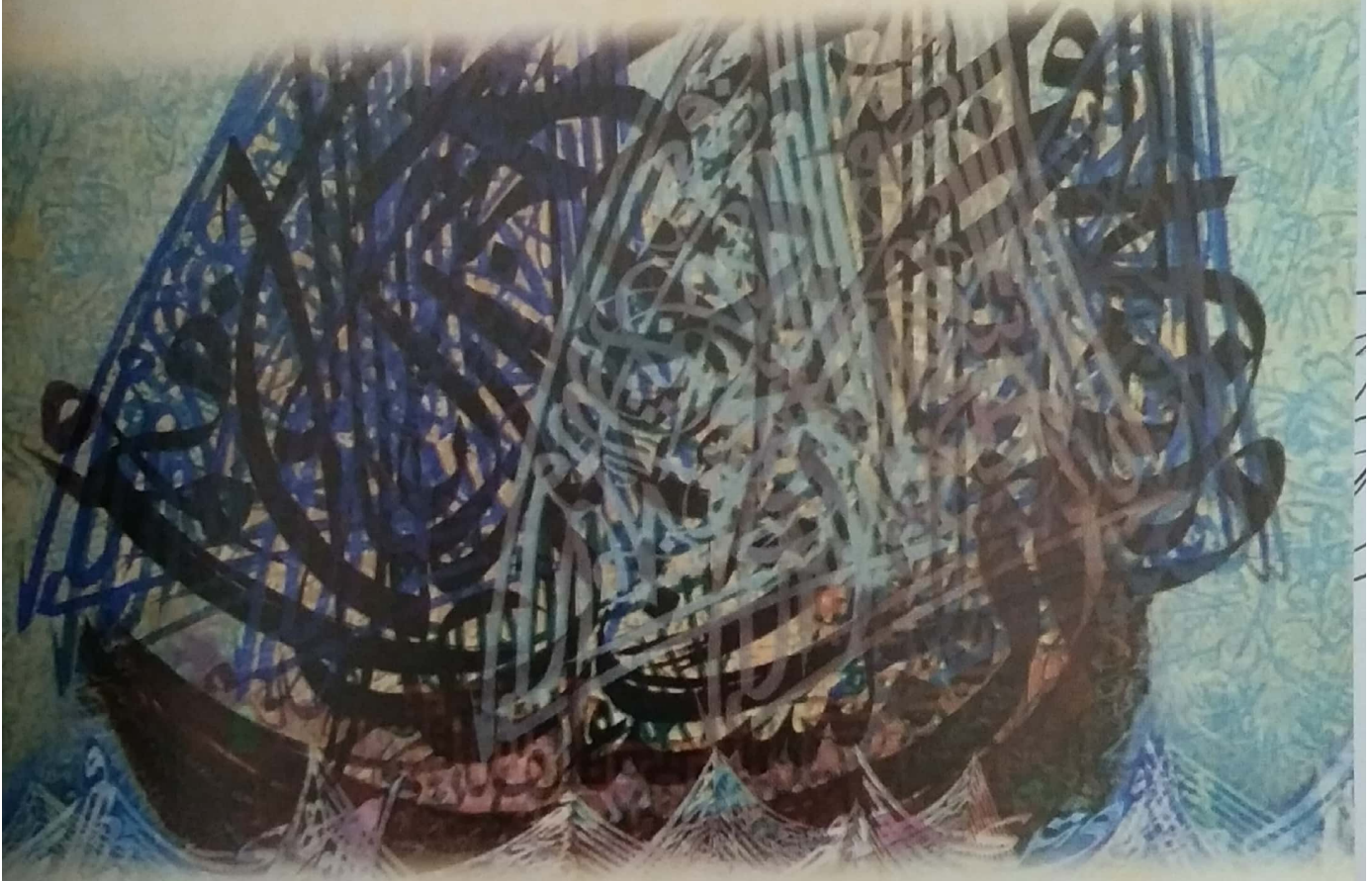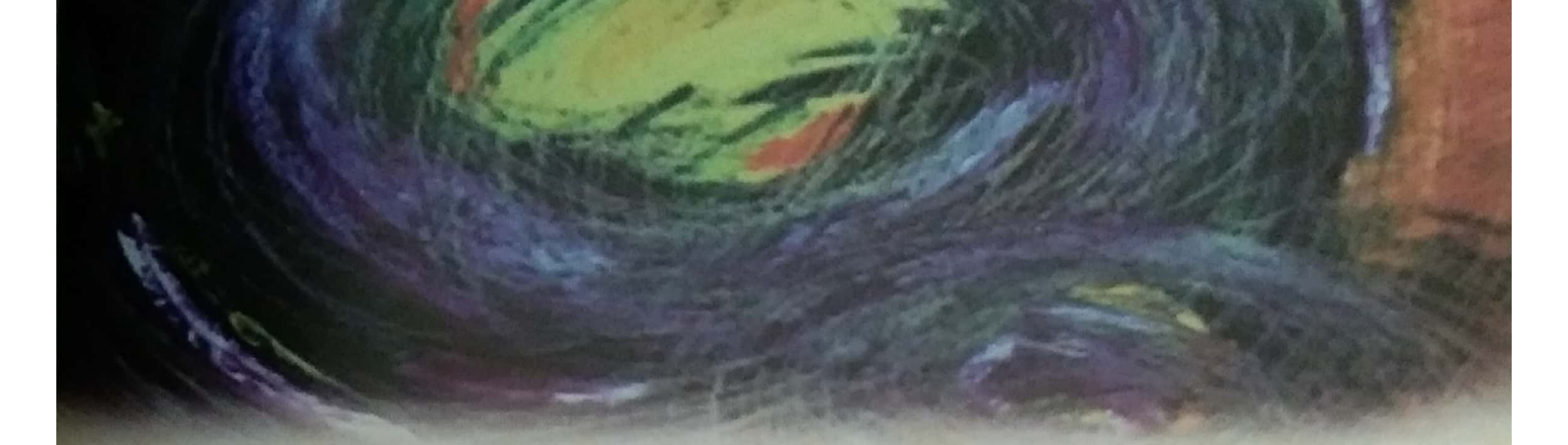
আল্লাহ রিযিক ও তকদীরের ফয়সালা কারি

আল্লাহ তায়ালা জীবন-উপকরণ দান করেন। তিনিই রিযিক বণ্টন করেন। মানুষ দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। মানুষ মাধ্যম মাত্র। হিসাবরক্ষক মাসের শুরুতে আপনাকে একশত লিরা (সিরিয়ান মুদ্রার নাম) আর প্রধানকে দুশত লিরা দিলে আপনি কি রাগ করতে পারেন? তার কী দোষ? সে তো কেবল পূর্বনির্ধারিত ফয়সালার বাস্তবায়নকারী...!

এটা একটা দৃষ্টান্ত আপনার জন্য। আপনি যাদেরকে মনে করেন তারা দান করে, আটকে রাখে এবং অন্যকে আপনার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, এরা শুধুই হিসাবরক্ষক। যিনি অনাদিকাল থেকে আপনার রিযিক ও তকদীরের ফয়সালা করে রেখেছেন, তিনি হলেন মহান রব্বুল আলামীন। সুতরাং যা আপনার, তা দুর্বলতার সময়েও হাতে পৌঁছাতে পারে এবং যা অপরের, তা শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি পাবেন না। আপনি কি পারবেন, আপনার সহকর্মীর বেতন থেকে এক লিরা নিয়ে নিতে–চাই আপনি দুর্বল থাকুন বা সবল?

পৃথিবীর সব লোক যদি আপনার কোনো উপকার করতে চায়, তারা কেবল ততটুকু উপকারই পৌঁছাতে পারবে আল্লাহ আপনার জন্যে যতটুকু ফয়সালা করে রেখেছেন। ঠিক তেমনই তারা সমবেত হয়ে আপনার কেবল সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে, যা আপনার বিরুদ্ধে খোদায়ী সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। সহিফা শুকিয়ে গেছে। সুতরাং আপনি যা চাইবেন, তার সবটুকু পাওয়া যেহেতু সম্ভব নয়; তাহলে যা হওয়ার তা কেন কামনা করতে পারবেন না? যা পাবেন, তা নিয়েই তুষ্ট থাকবেন। এটাই তকদীরের উপর ইমানের সুফল।

ইমানের বাস্তব রূপ

ইমানের অর্থ এই নয় যে আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবেন আর ছাদ ফেটে রিযিক নাযিলের অপেক্ষায় সময় কাটাবেন...! যেমন হযরত উমর (রাযি.) বলতেন, আসমান স্বর্ণালঙ্কার বর্ষণ করে না। বরং আপনি দুনিয়ার জন্যে এভাবে চেষ্টা করবেন, শ্রম দিবেন, যেন এখানে চিরকাল বসবাস করবেন। সব ধরনের বৈধ পন্থায় আয়-উপাজর্ন করে যাবেন। রিযিকের তালাশে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে ঘুরে বেড়াবেন। মানুষের সামর্থ্যে যতটা সম্ভব সব চেষ্টাই ব্যয় করবেন। তবে ধনী হওয়ার জন্যে নয়। এসবের পরেও যদি প্রত্যাশিত বস্তু অর্জন করতে না পারেন, নিরাশ হবেন না, হতাশায় ভুগবেন না। বরং পূর্বের চেয়ে শক্তভাবে কোমর বাঁধবেন এবং যা হাসিল হয়, তার উপর রাজি থাকবেন আর মনে-মনে বলবেন...

'আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। কিন্তু এ পথের সফলতা আল্লাহ আমার জন্যে লেখেননি। আল্লাহর ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট।'

ইসলাম ধর্মে এটিই ইমানের বাস্তব রূপ। তকদীরের ফয়সালা– অলসতা কিংবা ব্যর্থতার স্বীকৃতি নয়; সাধারণ বা সাধারণের ভান করা মানুষ যেমনটা ধারণা করে থাকে। আপনি অবশ্যই জানেন, একব্যক্তি মসজিদের দরজার সামনে উট রেখে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে হাজির হয়েছিল। যখন মসজিদ থেকে বের হলো, উটটি দেখতে পেলো না। ফিরে এসে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমার উট...! আমি তো একে আল্লাহর উপর ভরসা করে রেখে এসেছিলাম। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন...

'প্রথমে বাঁধবে; তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করবে...!'

এইটাই ইমান
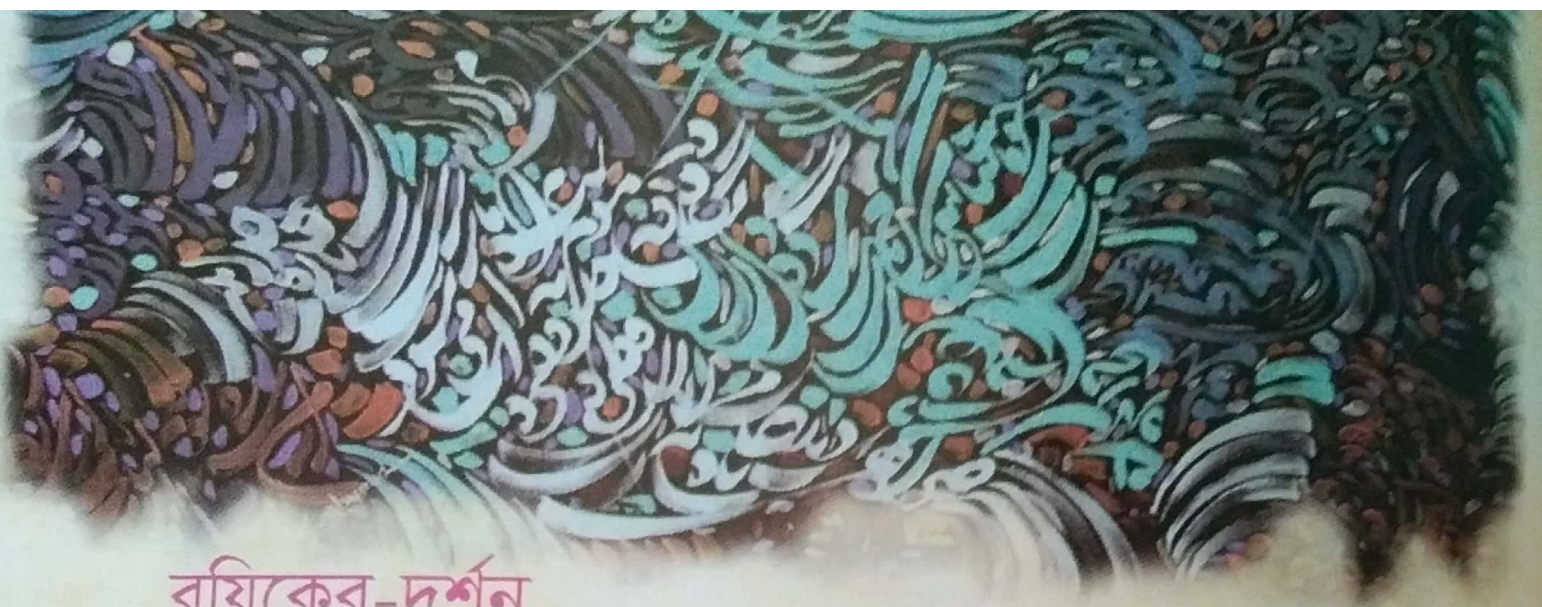
এইটাই ইমান। আল্লাহ তায়ালা উপার্জনকে কাজ ও চেষ্টার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছেন। ফসল নির্ভর করে চাষাবাদের ওপর। আরোগ্য নির্ভর করে চিকিৎসার ওপর। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজ-কর্ম না করে বসে-বসে লাভের চিন্তা করবে, সে কখনও লাভের অংশ দেখতে পাবে না। ফসল পাওয়ার আশা করবে, অথচ ক্ষেত-খামার করবে না কিংবা রোগ নিরাময়ের ফিকিরে থাকবে, কিন্তু ওষুধ সেবন করবে না, তার পক্ষে ফসলের মুখ দেখা বা সুস্থতার নেয়ামত ভোগ করা কোনে-টা-ই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা অলস ও কর্মবিমুখ মানুষের জন্যে তার চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাবেন না। কাজ করুন। অনুসন্ধ্যান করুন। প্রাপ্য বুঝে নিন। নিজের হকের ব্যাপারে নীরব থাকবেন না। এক্ষেত্রে কোনো অবহেলা করবেন না।

তবে নিরাশাকে নিজের মধ্যে জায়গা দেবেন না। কারো বিদ্বেষ আপনার কলবকে খেয়ে ফেলবে। বলবেন না, অমুকের জন্যে এত-এত...! আমিও একদিন তাদের মতো ছিলাম...! তারা আমার নিচের লোক...! আমার ছাত্র ছিল...! আজ তারা সম্মান ও সম্পদ এবং উচ্চতম পদের অধিকারী...! একসময় আমারও এধরনের ভাবনা হতো। এরপর মনকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, কে তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তুমিই সব সময় সবার ওপরে থাকবে? তোমার চেয়ে ভালো কেউ নেই? নিজেকে বড় ভাবা, মন্ত্রী-মিনিস্টারের পাশে ঘেঁষতে পারার চেয়ে, নিজেকে ছোট করে দেখা এবং সাধারণের সাথে ওঠাবসা করতে পারা অনেক ভালো। তাহলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে মনে দুঃখ আসবে না। বরং আনন্দই লাগবে।

হিংসার ব্যাধি থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। এখন আমি প্রশান্তি অনুভব করছি। সব সময় নিজেকে রবের অবারিত নেয়ামতের মাঝেই দেখতে পাচ্ছি। অথচ এর সামান্য অংশেরও আমি যোগ্য নই। আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই। সৌভাগ্যের মধ্যেই বসবাস করি...!

জগতে এমন কেউ নেই যে, তার চেয়ে কোনো-না কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি উত্তম প্রমাণিত হবে না। হতে পারে আরও অনেক বিষয়ে তার থেকে অনেকে নীচু স্তরের। আপনি যদি গরীব হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার চেয়ে দরিদ্র লোকও আছে। আপনি যদি রোগাক্রান্ত হন, তাহলে আপনার চেয়ে অধিক পীড়ায় কাতর ব্যক্তিও দুনিয়াতে বসবাস করছে। তবে কেন আপনার চেয়ে উচ্চ লোকটির দিকে মাথা তুলে তাকাবেন? নিচের লোকটির দিকে দৃষ্টি ফেরাবেন না? আপনি যদি এমন কাউকে জানেন, যিনি জ্ঞান ও মেধায় আপনার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, তিনি অধিক সম্মান ও প্রতিপ্রত্তির অধিকারী, তাহলে ওই লোকটির দিকে কেন একটিবার নজর দিবেন না, যিনি জ্ঞানে-গুণে, মেধায়-বিচক্ষণতায় আপনার চেয়ে কম নয়– অথচ সহায়-সম্পদে আপনার থেকে নিম্ন স্তরের?

রযিকের-দর্শন
সূক্ষ্ম এবং দুর্বোধ্য

রিযিক-দর্শনটা সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং দুর্বোধ্য। মানুষের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরান– তাহলে দেখতে পাবেন, ডুবুরিদের রিযিক আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের অতলে রেখেছেন। তারা পানির গভীরে যখন পৌঁছে, তখনই কেবল রিযিকের ভাউচার লেখা হয়। পাইলটদের রিযিক মেঘের ওপরে রাখা হয়েছে। শূন্যের উচ্চতা অতিক্রম করলেই খাদ্যের তালিকা বরাদ্দ হয়। আবার কারও রিযিক কঠিন ও বধির শিলার মাঝে লুকায়িত রয়েছে। রিযিক পেতে হলে পাথর ভেঙে খাদ্য তালাশ করতে হবে। কারও-কারও রিযিক ময়লা পানি অথবা সুদূরের গ্রহে স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে দিবসের আলো কিংবা সূর্যের কিরণ কোনোটাই নেই। কত মানুষ খাবার গ্রহণ করে হাত দিয়ে, পা কে কাজে লাগিয়ে, জিহ্বা নাড়িয়ে এবং জ্ঞান খাটিয়ে। অনেকে আবার খাদ্যের নাগাল পায় জীবনকে ধ্বংসের সাথে মোকাবেলা করে। যেমন– সার্কাস প্রদর্শনকারীরা। তারা যেনো প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি...! সিংহের বিষদাঁত অথবা হাতির পায়ের নিচ থেকে খাদ্য তালাশ করে আনে...!

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। তিনি আপনার রিযিক আপনার প্রতিষ্ঠানেই রেখেছেন। যথাসময়ে আপনার কাছে পৌঁছে যায়, অথচ আপনি চেয়ারে বসে-বসে সময় কাটান। আপনার রিযিক তো আর সেই পর্বতশৃঙ্গে কিংবা সমুদ্রের অতল গহ্বরে অথবা বাঘ-সিংহের মুখোমুখিতে রাখেননি।

এই যে গুণগুলো আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন– জ্ঞান ও বুঝ, মেধা ও চারিত্রিক উন্নতি এবং আমানত ও ইসতিকামাত। এ নেয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যায় না? আপনি কি এতে খুশি হবেন যে, আপনার অনেক সহায়-সম্পদ এবং সম্মান-প্রতিপত্তি থাকবে আর আপনি হবেন বোকা, নির্বোধ অথবা অলস, গন্ডমূর্খ কিংবা চোর-ছিনতাইকারী? তাই প্রশংসাপূর্ণ নেয়ামত পাওয়ার পরও আক্ষেপ করবেন না। যদিও জাগতিক প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। কারুনের সম্পদ পেয়ে যদি প্রশংসার নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে বরং আফসোস করা দরকার।
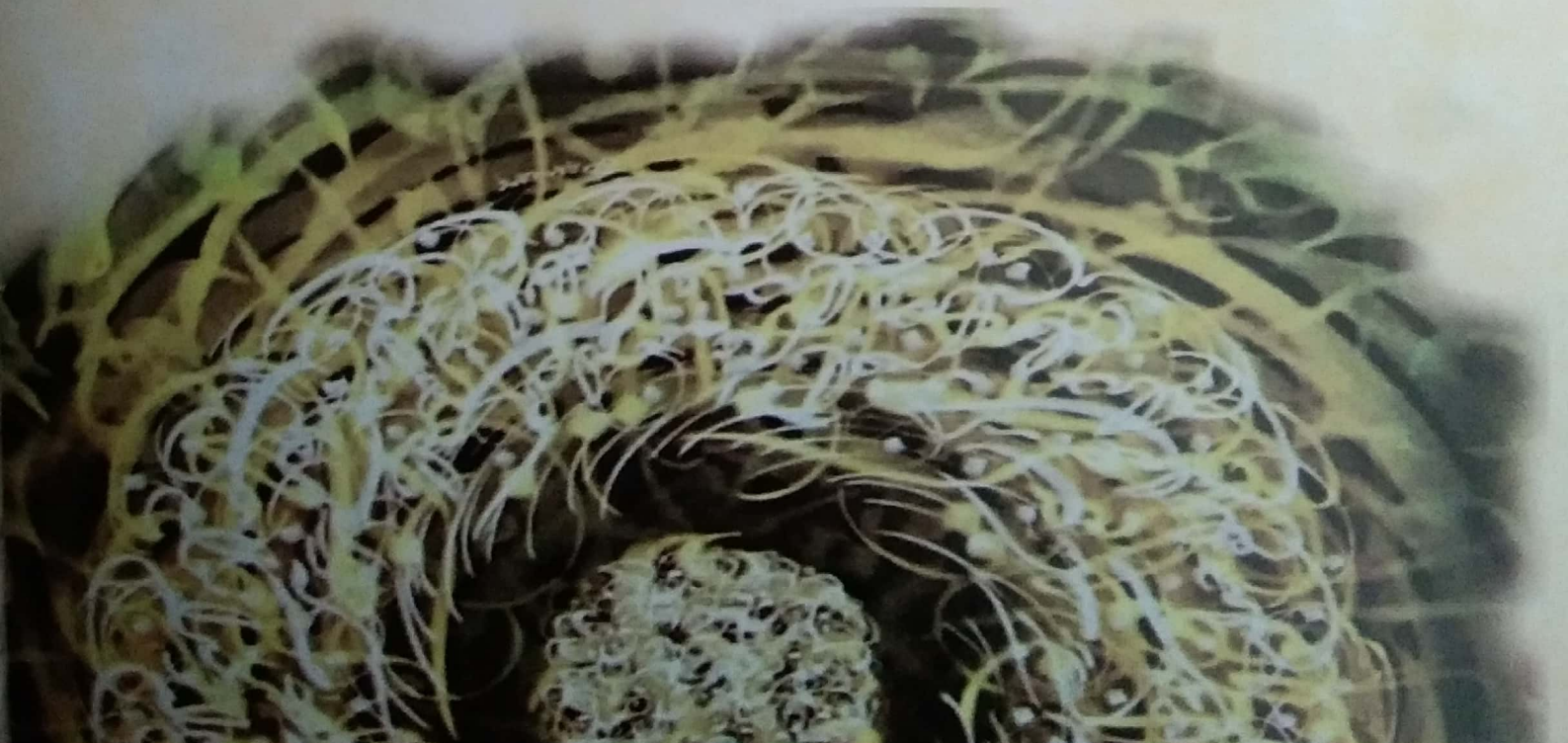
প্রকৃত সৌভাগ্য কি

প্রকৃত সৌভাগ্য কি সম্পদ দ্বারা নির্ণীত হয়? সম্পদ কী? এ দিয়ে কি কেনা হয় না ভোগ্য পণ্য? বা চাহিদামতো স্বাদের বস্তু? কিংবা স্মৃতি জিইয়ে রাখার সামগ্রী? সম্পদ তো একটা ভায়া, একটা মাধ্যম মাত্র। যদি এর মাধ্যমে জাগতিক ভোগসম্ভার অথবা পারলৌকিক ভাগ্যদুয়ার খোলা না যায়, তাহলে এর মূল্য ছবিযুক্ত নীল কাগজের চেয়ে বেশি নয়।

মনে করুন, কাউকে যেকোনো দুটি বস্তু তলব করার অনুমতি দেওয়া হলো। উভয় প্রার্থনা-ই মঞ্জুর করা হবে। তখন সে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করলো, তার হাত যেখানেই লাগবে সব যেন স্বর্ণ হয়ে যায়। আবেদন কবুল করা হলো। আনন্দে তার মন নেচে উঠল। যা স্পর্শ করছে, সবকিছু স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাচ্ছে...! একপর্যায়ে যখন ক্ষুধা অনুভব করলো, তখন খাবারের বাটিতে হাত দেওয়া মাত্রই স্বর্ণ হয়ে গেল...! তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানির পেয়ালায় হাতের ছোঁয়া লাগার সাথে-সাথে সব পানি স্বর্ণ হয়ে গেল...! মেয়ে বাবার সাক্ষাতে এল, বাবা মেয়ের মাথায় মুহাব্বতের হাত রাখলো। সঙ্গে-সঙ্গে স্বর্ণের মূর্তি

বনে গেল...! এবার দ্বিতীয় প্রার্থণা করলো- প্রভু, দয়াময় আল্লাহ...! সবকিছু যেমন ছিল তেমন করে দাও। কারণ, সেই বেচারা বুঝতে পেরেছে- রুটি ক্ষুধার্তের জন্যে। পানির পেয়ালা পিপাসার্তের জন্যে। কন্যা বাবার জন্যে। এ সবই স্ব-স্ব অবস্থানে স্থির থাকাটা পুরা পৃথিবী স্বর্ণে পরিণত হওয়ার চেয়ে উত্তম।

হাজার-হাজার লিরা-অধিপতির চেয়ে আপনার সাধারণ বেতনের পয়সা দিয়ে আপনি আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। শর্ত হলো, সম্পদ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন এবং আত্মতুষ্টি অর্জন করতে হবে। আমি এমন অনেক লোককে চিনি, যাদের দৈনিক আয় আমার বাৎসরিক উপার্জনের চেয়েও বেশি। তাদের চেয়ে উত্তম খাবার, দামী-দামী পোশাক, বিলাসী জীবনোপকরণ আমি গ্রহণ করি না। তবে যতটুকু পাই, তাতেই সন্তুষ্ট থাকি এবং তাদের থেকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করি। এছাড়া আমি যে ভোগ উপভোগ এবং স্বাদ অনুভব করি, তার থেকে এরা তো সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

শীতের রাতে হিটারের সামনে বসে অধ্যয়নের স্বাদ। ঘুমানোর আগে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে জ্ঞানগর্ভ চিন্তার স্বাদ। জ্ঞানমূলক সেমিনারে

বিতর্কের স্বাদ। জলসা ও প্রোগ্রামে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার স্বাদ। তারা সবাই আমার প্রতি আগ্রহী ও মোহতাজ হয়ে থাকে। আমার কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চায়, আমি তাদের জ্ঞান দান করি। তারা আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাদের মাঝে ফয়সালা করি। আমি তাদের কারও প্রতি প্রয়োজন বোধ করি না। তারা আমাকে মাল দিয়ে সম্মানিত করে। তবে আমি তাদের মালের প্রতি উদগ্রীব হয়ে থাকি না। তাদের থেকে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশাও রাখি না। যদি আমি সন্তুষ্ট মন এবং অল্পেতুষ্টি অর্জন করতে পারি, তাহলে স্বীকার করতে হবে, যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ আমি পেয়ে থাকি। আর যদি সন্তুষ্ট মন এবং অল্পেতুষ্ট হতে না পারি, তাহলে জগতের সব সম্পদও আমার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।

মাস গেলেই যার দশ হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার দোরগোড়ায় হাজিরা দেয়, সে এই সম্পদ দিয়ে কী করবে? এক সাথে দশ জোড়া কাপড় সে কি পরতে পারবে? কিংবা সকালের নাস্তায় বিশটা রুটি খেতে পারবে? অথবা একই সময়ে পাঁচটা খাটে ঘুমাতে পারবে? তবে অপচয়-অপব্যয়, বিপথে অন্যায়ভাবে খরচ করলে ভিন্ন কথা। এ ধরনের খরচের তো সীমা-পরিসীমা নেই। মদ-শরাবের আয়োজন করে এক রাতেই বিশ বছরের জমানো সম্পদ লুটানো সম্ভব। একশ লিরা দিয়েও একটা সিগারেটের ধোঁয়া উড়ানো যায়। কিন্তু এসবই নির্বোধ ও মাতালদের কাজ। আমরা কথা বলছি জ্ঞানীদের নিয়ে।

সফলতার রাজপথ

একবার পুরনো শরয়ী আদালতে একাকি অবস্থান করছিলাম। একটি জলাশয়ের পাশে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম। জলাশয়ের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে ভেতরে পানি আসছিল। আমি জলাশয়পূর্ণ পানি উপভোগ করতে চাইলাম। একটা-একটা করে সবগুলো সিংহদ্বার খুলে দিলাম। চতুর্দিক থেকে পানি বলকিয়ে উঠছিল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম– পানি ঢুকছে, কিন্তু পূর্ণ হচ্ছে না। তালাশ করে দেখলাম, একটি চোরা পয়েন্ট খোলা। সেখান দিয়ে সব পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন চোরা পয়েন্ট বন্ধ করে দিলাম। ধীরে-ধীরে জলাশয় পানি পূর্ণ হয়ে গেল।

এখানে জানতে পারলাম, সিংহদ্বার খোলার মধ্যে শেখার মতো কিছু নেই। বরং চোরাপথ বন্ধ করার দ্বারা উপদেশমূলক কিছু পাওয়া যায়। শিক্ষার বিষয় হলো, সংগ্রহ বেশি করলেই হবে না, ব্যয়ের পথও সীমিত করতে হবে। নিজের উপর নিরাশ ভাব আনবেন না। আয়-রোজগার কম হলে ধৈর্য ধরুন এবং কানায়াত অবলম্বন করুন। কারণ, অল্পেতুষ্টিই হলো সফলতার রাজপথ। মানুষ একেই খুঁজে বেড়ায়। দার্শনিকরা এর অনুসন্ধানে সময় কাটায়। সাহিত্যিকরা পেরেশান হয়ে বিভ্রান্ত হয়। অথচ এই সফলতা তাদের হাতের তলায়। যেমন– কোনো লোক আনাচে-কানাচে সবখানে তার চশমাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাকে দেখে তাকেই চশমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। অথচ চশমা তার চোখেই...!

'প্রকৃত সফলতা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং ঈমান আনয়নের মধ্যেই নিহিত।'

নৈরাশ্যবোধ
জাগ্রত করা উচিৎ নয়

ভালো করে মনে রাখবেন, মানুষের প্রতিটি অবস্থা-ই পরিবর্তনশীল। তাই ধনী ব্যক্তির আনন্দ-উল্লাসে, পাপাচার ও আত্ম-অহংকারে মেতে ওঠা উচিৎ নয়। দরিদ্র লোকের জন্যে নিরাশ হওয়া এবং অবাধ্যাচরণ ও অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও ঠিক নয়। কারণ, দরিদ্র হোক বা ধনাঢ্য– কোনো অবস্থারই স্থায়ীত্ব নেই। কত মানুষ রেশমের বিছানায় বড় হয়েছে...! স্বর্ণের পেয়ালায় মুখ লাগিয়েছে...! রাশি-রাশি সম্পদের মালিক হয়েছে...! হাজার-হাজার মানুষকে বশ মানিয়েছে...! স্বাধীন রমণীদের ভোগ করেছে...! তারাও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে। আরও কতজন বহু কষ্ট ও গ্লানি সহ্য করেছে। লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার ব্যথায় ব্যথিত হয়েছে। কত রাত খাবার ছাড়া কাটিয়েছে। জগতে এমন কোনো ধনী আছে কি, যে নিজে অথবা তার বাবা কিংবা দাদা বা পরদাদা কোনো একদিন গরীব ছিল না? পৃথিবীর কত গরীব লোক একটা সময় পরে হয়তো সে নিজে অথবা তার ছেলে কিংবা নাতি

মিলিয়নের মালিক হয়েছে...!

তাই কারও জন্যেই উচিৎ নয় নৈরাশ্যবোধ জাগ্রত করা। কখনও দেখা যায়, বিচারালয়ের দারোয়ানের ছেলে বিচারপতি হয়ে যায়। কখনও বা বিচারপতির ছেলে দারোয়ানে পরিণত হয়।

এরই নাম যুগের চক্র। আল্লাহ মানুষের মাঝে এভাবে পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। যেন খেলার বল। কখনও থাকবে আপনার হাতে, কখনও আবার অন্যের হাতে। আর সময় নিরবধি বয়ে চলছে সবকিছু পিছে ফেলে। জীবন শেষ হওয়ার পরও কি আপনার সম্পদ বলে কোনো কিছু থাকতে পারে?

অচিরেই জীবিত ও মৃতদের মাঝে পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়া হবে। ধনী-গরীব, কর্তা-শ্রমিক, ভূলুণ্ঠিত-রাজা-প্রতাপান্বিত, বড়-ছোট মাটির পোকার কাছে সবই সমান...! প্রত্যেকেই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এরপর স্থায়ী সফলতা অথবা ব্যর্থতায় নিপতিত হবে।

একমাত্র
নেক আমলই
স্থায়ী

কবরস্তানে গিয়ে দেখুন। সামনেই একটা বড় কবর পড়বে। কবরটা অন্যগুলোর চেয়ে বেশ উঁচু ও চওড়া। মারবেল পাথর দিয়ে নকশা করা হয়েছে। গোলাপ ও নানা ফুলের সুবাস নিয়ে যেন হেসে আছে। পাশেই আরেকটি কবর। মাটির সাথে মেশানো। যিয়ারতকারীদের পায়ের তলে দলিত হচ্ছে। তৃতীয় আরেকটি কবর দেখতে পাবেন– কবর ও কবরস্থ ব্যক্তি সবই মাটিতে পরিণত হয়েছে। এই কবরগুলোর মাঝে বাহ্যিক পার্থক্য বিদ্যমান। তবে ভেতরে সবই সমান। কবরস্থ ব্যক্তি পেষাণো বালুকণায় পরিণত। অংশ থেকে অংশ, হাড় থেকে হাড় কোনো ব্যবধান নেই। বাদশাহর মাথার খুলি আর ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তির খুলির মাঝে কোনো তফাৎ নেই। বিচারকের ও অপরাধীর পায়ের নলার মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। কোনো কবরই মৃত ব্যক্তির মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে না। যদিও সে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুন্দর ভবনের নির্মাতা মহান সম্রাট শাহজাহানও হয়ে থাকেন...!!

মৃত ব্যক্তির জন্যে নশ্বর এ পৃথিবীতে শুধু নাম ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না। আর পরকালে থাকে আমল। নাম আর প্রসিদ্ধি কেবলই ধোঁকা। এর চেয়ে প্রতারণার মরীচিকা আর কোনো কিছুরই হতে পারে না। একমাত্র নেক আমলই স্থায়ী।

[১৯৫৮ সালে প্রকাশিত]

লেখক পরিচিতি

শায়খ আলী তানতাবী রাহ.

তিনি সিরিয়ার দামেস্ক নগরীতে ১৯০৯ ঈসায়ী, ১৩২৭ হিজরী সনের ২৩ জুমাদাল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মূল আবাস ছিল মিসরের তানতা শহরে। সেই হিসাবেই তাকে তানতাবী বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যারা জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, তার পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম। শায়খ তানতাবীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে ১৯৩৬ সালে ইরাক গমন করেন। ১৯৪১ সালে দেশে ফিরে সাধারণ বিচারক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ও লেখালেখির মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে দামেস্কের প্রধান বিচারপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৬৪ সালে রিয়াদে, সেখান থেকে মক্কা মুকাররমায় শরীয়া কলেজে অধ্যাপনা, 'সমস্যা-সমাধান' ও 'আলো-নির্দেশনা' শিরোনামে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রোগ্রামের পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি দরস-তাদরিস, ইসলামী দাওয়া, মুহাজারা, কিতাব-প্রবন্ধ লিখনে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম তার লেখা প্রকাশিত হয়।

এ মহান মনীষী ১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ সালে মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। মসজিদে হারামে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং মক্কাতেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শেখ মিজানুর রহমান
পরিচালক, জাদীদ প্রকাশন

সফলতা কে না চায়?

মানুষ মাত্রই সফল হতে চায়। কিন্তু কোনটি প্রকৃত সফলতা আর কোনটি মিছে মরীচিকা; তা নিয়ে ভ্রান্তি আছে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে।

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার সন্তুষ্টির মাঝেই রয়েছে মানুষের সাফল্য। আর যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য পূরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে সাফল্যের মূলমন্ত্র।

শুধু পরকালীন নয়, ইহকালীন সাফল্যের চাবিকাঠিও রয়েছে আমাদের হাতের নাগালেই।

কাঙ্ক্ষিত সফলতার সে রাজপথকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করা হয়েছে সুখপাঠ্য এ পুস্তিকায়।

ধর্মীয় বইয়ের রুচিশীল প্রকাশনা

দোকান নং: ৩৮, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১২৮৭১৭১৩, ০১৭১১১৫০৭৫২

অনলাইন পরিবেশক